ইস্যু নং: ১০
২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮
দাম: ৬ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

সম্পাদকীয় নোট

বান্দরবানে বেআইনী ইজারা বাতিল করা হোক

ডেসটিনি নামে একটি বেসরকারী সংস্থার বিরুদ্ধে বান্দরবান সদর উপজেলার চেমি জলুপাড়ায় ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি বেদখল প্রচেষ্টা ও বন ধ্বংসের অভিযোগ উঠেছে। প্রথম আলোর ১৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

সরকার ১৯৮৪-৮৫ সালে স্থানীয় জনগণের মতামত ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাসিন্দা ৭০০ ব্যক্তিকে প্রায় ৫০ হাজার জমি ইজারা দেয়। চুক্তি মোতাবেক ১০ বছরের মধ্যে রাবার অথবা হর্টিকালচার সৃজনের কথা থাকলেও ইজারাদারদের বেশীর ভাগ তা করতে ব্যর্থ হয়। এতে ইজারা এমনি বাতিল হওয়ার কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও উক্ত জমি কিভাবে ডেসটিনির কাছে বিক্রি করা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়। এ সংস্থাটি এখন তার কেনা জমির দখল নিতে গিয়ে সাধারণ লোকজনের জমি বেদখল করছে।

আমরা অবাসিন্দাদের কাছে দেয়া বেআইনী ইজারা বাতিল এবং ডেসটিনি কর্তৃক জমি বেদখল বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছি।

সাজেক পরিস্থিতি

গত ২০ এপ্রিল সাজেকে অগ্নি হামলার পর লোকজন এখনো নিজেদের বাড়িঘর পুনর্নির্মাণ করতে পারেনি। প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে যে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে তা নিতান্তই অপ্রতুল। উপরন্তু হামলাকারীরা তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়ার বদলে পুরস্কৃত হওয়ায় তারা আরো বেশী বেপরোয়া হয়। তারা সীমানাছড়া, রেতকাবা ও গঙ্গারামদোরে পাহাড়িদের জায়গা জমিতে ৫০/৬০টির মতো নতুন খুপড়ি ঘর নির্মাণ করে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের পাহারায় সেটলাররা এসব ঘর নির্মাণ করে। গত ৯ আগষ্ট কতিপয় সেটলার সেনাবাহিনীর সহায়তায় গঙ্গারামদোরে হামলা চালায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যদের সাথে কথা বলার কারণে এই হামলা চালানো হয়েছে। এরপর সেটলাররা গত ১৯ আগষ্ট রাতে রেতকাবাদোরে লালুমনি চাকমাকে (৫৫) কুপিয়ে খুন করে।

আগষ্টের শেষের দিকে বাঘাইহাট জোনের কমান্ডার সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ বদলী হয়ে চলে যায়। তার পরিবর্তে আসেন লেঃ কঃ আনিসুজ্জামান (১৪ বীর)। তিনি এলাকার লোকজনকে অভয় দিয়ে বলেন যে তার আমলে পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। সবার আশা, তিনি তার কথা রাখবেন এবং ভূমি বেদখল বন্ধ ও সেটলারদের সাজেক থেকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

সাজেক থেকে সেটলার প্রত্যাহার কর

ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগীদের দাবি

গত ২৮ আগষ্ট ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে সাজেকবাসীরা বলেছেন অবিলম্বে সাজেক থেকে সেটলার প্রত্যাহার ও ভূমি বেদখল বন্ধ করতে হবে। তা না হলে এলাকায় শান্তি আসবে না।

সংবাদ সম্মেলনে সাজেক হামলার ভুক্তভোগীরা

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেকের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে এবং হামলা-নির্যাতন-ভূমি বেদখল বন্ধ ও সেটলার প্রত্যাহারের দাবিতে ভুক্তভোগীরা ঐদিন বিকেল ৩টায় ঢাকার সেগুন বাগানস্থ রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ঐ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাজেক এলাকার বাসিন্দা ও সেটলার হামলার শিকার মুকুল বিকাশ চাকমা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হৃদয় রঞ্জন চাকমা, তারা কিংকর চাকমা ও ১৯ আগষ্ট সেটলার হামলায় নিহত লাদু মনি চাকমার স্ত্রী মিন্টি চাকমা।

লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, ২০ এপ্রিল হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কোনরূপ আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে সেটলাররা বার বার পাহাড়িদের ওপর হামলা চালানোর সাহস পাচ্ছে। তারা বলেন, সেটলাররা "২০ এপ্রিল হামলার পর পরই আবার নতুন উদ্যমে আমাদের পাহাড়িদের জায়গা জমি বেদখলে নেমে পড়ে। তারা সীমানা ছড়া, রেতকাবা ও গঙ্গারামদোরে আমাদের জায়গা জমিতে ৫০/৬০টির মতো নতুন খুপড়ি ঘর নির্মাণ করে। এতে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা দেয় বাঘাইহাট জোনের সেনা সদস্যরা। গঙ্গারামদোরে সেটলাররা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য নির্মিত একটি কুটির ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে এক সারি বাড়ি বানিয়েছে এবং ১০/১৫ পরিবার সেটলার সেখানে বসত গেড়েছে। তাদেরকে চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দেয়ার জন্য তার পাশে একটি সেনা সেন্ট্রি পোস্ট বসানো হয়েছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন জায়গায় এভাবে সেনা পোস্ট বসিয়ে তার চারপাশে সেটলারদের বসানো হচ্ছে।"

ভুক্তভোগীরা অভিযোগ ২য় পাতায় দেখুন

রাজস্থলীতে সেনা কর্তৃক ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার জুম্ম কিশোরী

রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলীতে এক সেনা অফিসার এক কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাজস্থলী থেকে এক গ্রামবাসী জানান, গত ১৯ জুলাই একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য ৩ নং বিলাছড়ি ইউনিয়নের অধীন ম্যাপাইন পাড়ায় হানা দেয়।

অজ্ঞাতনামা উক্ত সেনা অফিসারটি এ সময় বাড়িতে একা পেয়ে জিকা রানী তঞ্চঙ্গ্যা নামে ১৫ বছরের এক জুম্ম মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মেয়েটির এক আত্মীয় জানান সেনা অফিসারটি মেয়েটিকে পরণের কাপড় খুলতে বলে ও তাকে জাপটে ধরে। তিনি বলেন "মেয়েটি চিৎকার দিয়ে কোন রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়।" মেয়েটির পিতার নাম ধারণ মনি তঞ্চঙ্গ্যা ও মাতার নাম কালাচোখ তঞ্চঙ্গ্যা। ঘটনার সময় তারা জুমের ক্ষেতে কাজ করছিলেন।

উত্তর খবংপুঞ্জ্যায় সাজানো অস্ত্র উদ্ধার

সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা খাগড়াছড়ি শহরের উত্তর খবংপুঞ্জ্যা এলাকায় অস্ত্র উদ্ধার নাটক মঞ্চস্থ করেছে। তবে তাদের পরিকল্পনামত ঐ "উদ্ধারকৃত" অস্ত্রগুলোর সাথে জড়িত করা যায় এমন কোন পাহাড়িকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা তাদের "অভিযান" সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা থেকে বিরত থেকেছে। খবংপুঞ্জ্যায় একজনের ভাষায় "সেনারা অস্ত্র উদ্ধার নাটক এখন কেবল গ্রাম নয়, শহরেও মঞ্চস্থ করতে শুরু করেছে।"

উত্তর খবংপুঞ্জ্যার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, গত ৮ জুলাই রাত দশটার দিকে চারটি গাড়িতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেখানে যায়। তারা স্থনির্ভর-খবংপুঞ্জ্যা রাস্তার প্রদীপ কুমার চাকমার বাড়ির পাশে গাড়িগুলো থামায়। এরপর ১১ জনের মতো সেনা সদস্য গাড়ি থেকে নেমে তার বাড়ির পাশের যে খোলা মাঠটিতে এলাকার ছেলেমেয়েরা খেলা করে সেখানে যায়। সেখানে ২য় পাতায় দেখুন

সাজেক থেকে সেটলার প্রত্যাহার কর

১ম পাতার পর

করে আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যদের কাছে সাক্ষ্য দেয়ার কারণে তাদেরকে হামলার শিকার হতে হয়েছে। তারা বলেন, "সেটলাররাও তাদের বক্তব্য কমিশনের কাছে পেশ করে; এমনকি প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার দেখায়। কিন্তু কমিশনের সদস্যরা ফিরে যেতে না যেতেই সেটলাররা আমাদেরকে বিভিন্ন হুমকি দিতে থাকে। কমিশনের সদস্যদের সাথে কথা বলাটাই যেন আমাদের অপরাধ হয়েছে!"

"তারা শুধু হুমকি দিয়ে ক্ষান্ত থাকেনি। ৯ আগষ্ট রাতে এক দল সেটলার সেনাবাহিনীর সদস্যসহ গঙ্গারামদোর গ্রামে হামলা চালিয়ে ৪টি বাড়িতে লুটপাট চালায় ও এখানে উপস্থিত হৃদয় রঞ্জন চাকমাকে মারাত্মকভাবে আহত করে।"

লিখিত বক্তব্যেএ হামলা সম্পর্কে হৃদয় রঞ্জন চাকমা ও তারা কিংকর চাকমার ভাষ্যও তুলে ধরা হয়।

১৯ আগষ্ট রেডকাবা গ্রামে সেটলার কর্তৃক খুন হওয়া লাদু মনি চাকমার স্ত্রী মিস্টি চাকমা ওরফে চিকন পুদি চাকমা তার স্বামীর হত্যাকারীদের যথোপযুক্ত শাস্তি দাবি করে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

"ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৯ তারিখ রাত আনুমানিক দশটায় হঠাৎ "দরজা খোল, দরজা খোল" শব্দে ও দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি। আমরা কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিন জন বাঙালি দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারা আমাদেরকে চোখ বাঁধতে বলে ও বিছানার মশারীগুলো কেটে দেয়। চোখ বাঁধার জন্য তারা আমাদের "পিনোন", "খাদি"ও ওড়না-পাজামাগুলো আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। এগুলো দিয়ে আমাদের নিজেদেরকেই নিজেদের চোখ বাঁধতে বলে। আমার ছেলেরা বিছানা থেকে উঠতে চাইলে, লাথি মেরে ফেলে দেয়।

এক সময় তারা আমার স্বামীকে বাইরে নিয়ে যেতে থাকে। তখন আমার চোখ বাঁধা ছিলো। আমার স্বামী বাধা দেবার চেষ্টা করে। এ সময় আমার মেয়ে মিনু "ওমা, ওমা" বলে চিৎকার দেয়। তার শরীরে তখন জ্বর। তখন তারা মিনুকেও জোর করে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমি "ও-মা-ও" চিৎকার দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করি। এ সময় তাদের একজন আমাকে চুপ করতে বলে ও আমার কপালে ছুড়ি দিয়ে গুঁতো দেয়, যার দাগ এখনো আছে। ওরা বাড়িতে ঢুকার সময় বাতি জ্বালালে আমি তাদের হাতে ছুরি দেখতে পাই ও আলীকে চিনে ফেলি। বাধা দেয়ার পর তারা আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে পারেনি।

তারা আমার স্বামীকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর পরই আমরা বাকিরা বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে পাহাড়ের খাঁদে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যাই। এ সময় আমার বাম পা কেটে যায়। আমার ছেলে সুখুর ডান পায়ের পাতাও কাটা যায়। এরপর আমরা বাড়ি থেকে দুই/তিন শ গজ দূরে জয়মঙ্গল বাপদের বাড়িতে আশ্রয় নিই। আমরা পালানোর সময় বৃষ্টিতে ভিজে জব জব হয়ে যাই। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোর ৬টার দিকে বাড়ির দিকে আসতে থাকি। এ সময় আমি বাঘাইহাট সড়কের পশ্চিম পাশে আমার স্বামীর কাটা ছেঁড়া লাশ দেখতে পাই। আমাদের বাড়ি গাড়ি-পথ থেকে মাত্র ১০/১২ গজ দূরে। আমি লাশ দেখতে পেয়ে চিৎকার দিয়ে আত্মীয় স্বজনদের ডাকতে থাকি। এমন সময় গঙ্গারাম দোর থেকে একটি আর্মি গাড়ি আসছিল। (আসলে গঙ্গারাম দোরে আর্মিরা সেটলারদের নিরাপত্তা দেয়ার জন্য একটা পোষ্ট বসায়। সেখানে পালাক্রমে সেনা সদস্যরা পাহারা দেয়। ধারণা, সেনা সদস্যরা তাদের ডিউটি শেষ করে ফিরছিল)। আর্মি গাড়িটাকে আমি থামতে বলি এবং তারা থামায়। এরপর পুলিশ এসে পৌঁছে। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

লাদু মনি চাকমার সারা শরীরে কাটা দাগ দেখতে পাই। ঐদিনই বাঘাইছড়ি থানায় গিয়ে আমি মামলা করি। আলীসহ পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বলে শুনেছি। পরদিন লাশ দাহ করা হয়। সেনাবাহিনীর সদস্যরা সারাক্ষণ লাশটা ঘিরে থাকে। ফলে আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান মতে সৎকার করার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

২০ এপ্রিলে হামলার সময় আমাদের বাড়িও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এ হামলায় আমাদের অর্জিত সম্পত্তি সবই ধ্বংসে হয়ে যায়। কিন্তু ঘর পুড়ে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা নতুন করে ঘর তুলি। এ সময় আলী (যাকে গ্রেফতার করা হয়েছে) বাধা দেয়ার চেষ্টা করে এবং আমাদের বাড়ির ভিটা তার বলে দাবি করে।

এখানে বলা দরকার, যেদিন ঘটনা ঘটে সেদিন রাতে কোন আর্মি গাড়ী আসা যাওয়া করেনি। অথচ আর্মিরা প্রতি রাতে গাড়ীতে করে ঘোরাঘুরি করে থাকে।

এখন আমি আমার ছেলে পুলেদের নিয়ে কিভাবে বাঁচবো ভেবে পাচ্ছি না। আমি আমার স্বামী হত্যার বিচার, ক্ষতিপূরণ ও নিরাপত্তা চাই। (আমার ৬ ছেলে মেয়ে। বড় দুই ছেলে প্রফুল ময় ও মিন্টু বিয়ে করে আলাদাভাবে থাকে। বাকি তিন ছেলে সুকু চাকমা (১২), দিপু চাকমা (০৮) ও রিকো চাকমা (০৬) এবং এক মেয়ে মিনু চাকমা (১৩) বাড়িতে থাকে।)"

তারা বলেন, "আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে নিজের জমিজমা ও সম্পত্তি নিয়ে শান্তিতে বাস করতে চাই। বাঙালীদের সাথে জমি নিয়ে কিংবা অন্য কোন বিষয়ে আমাদের ইতিপূর্বে কোন বিরোধ ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাঘাইহাট জোনের প্রাক্তন অধিনায়ক লেঃ কঃ সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ বিভিন্ন এলাকা থেকে সেটলার নিয়ে এসে আমাদের জমিজমা ও বসতভিটায় তাদের বসিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নিলেই সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই বাঘাইহাট থেকে সেটলারদের ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত এলাকায় কখনোই শান্তি আসবে না।"

তারা সরকারের কাছে পাঁচ দফা দাবি জানান। দাবিগুলো হলোঃ ১। অবিলম্বে বাঘাইহাট থেকে সেটলারদের প্রত্যাহার করতে হবে। ২। জোরপূর্বক জমি দখল ও সেটলার পুনর্বাসন বন্ধ করতে হবে। ৩। ২০ এপ্রিল হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি পরিবারকে তিন লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ ছাড়া ৯ ও ১৯ আগষ্ট হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাঘাইহাট জোনের প্রাক্তন অধিনায়ক লেঃ কঃ সাজিদ মোঃ ইমতিয়াজ ও ব্যবসায়ী গোলাম মওলাসহ ২০ এপ্রিল ও এর পরবর্তী বিভিন্ন হামলায় জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ৪। লাদু মনি চাকমার হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং তাদের আসল মদদদাতাদের গ্রেফতার ও বিচার করতে হবে। লাদু মনি চাকমার পরিবারকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৫। সাজেকবাসীর জানমালের নিরাপত্তা দিতে হবে। সেনাবাহিনী কর্তৃক পাহাড়িদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের উস্কানি দেয়া বন্ধ করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক সুপার জ্যোতি চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি রিকো চাকমা, দপ্তর সম্পাদক থুইক্যচিং মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও সদস্য নেপালী চাকমা।

উত্তর খবংপুজ্যায় সাজানো

১ম পাতার পর

তারা পাঁচ মিনিটের মতো অবস্থান করার পর যেখানে গাড়িগুলো দাঁড়িয়েছিল সেখানে ফিরে আসে। এরপর সৈন্যরা প্রদীপ কুমার চাকমা ও প্রাইজেট শিক্ষক উত্তম চাকমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে নিয়ে আসে। সৈন্যরা তাদেরকে একটি কার্তুজ, একটি শিশুল, তিনটি কার্তুজের ব্যারেল ও ১৪৯ রাউন্ড কার্তুজের গুলি দেখিয়ে দাবি করে যে, তারা সেগুলো প্রদীপ কুমার চাকমার বাড়িয়ে পাশের উপরোক্ত খোলা জায়গা থেকে উদ্ধার করেছে।

সেনারা জোর করে একটি সাদা কাগজে তাদের দু'জনের স্বাক্ষর নিয়ে দ্রুত চলে যায়।

প্রদীপ চাকমার বাড়ির লোকজন জানান, সেনাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করার দাবি সম্পূর্ণ ভুয়া। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জানান, "তাদের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা সেখানে খেলা করে। সেখানে কারা ও কি উদ্দেশ্যে অস্ত্র লুকিয়ে রাখবে?"

কেবল "শান্তি" পরিচয় দিয়ে উত্তর খবংপুজ্যার একজন বাসিন্দা বলেন, ইউপিডিএফ সদস্যদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ঘায়েল করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে উক্ত অস্ত্র উদ্ধার নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। কারণ পুরো খাগড়াছড়ি এখন ইউপিডিএফ-এর দখলে।

দিঘীনালায় ভূমি বেদখল অব্যাহত

গত আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে বৌদ্ধ বিহারের জমিসহ সাধনা টিলার ৩০০ একর জমি বেদখলের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরও খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা থানার বিভিন্ন মৌজায় অব্যাহতভাবে ভূমি বেদখলের ঘটনা ঘটে চলেছে। এ সব ঘটনায় উগ্রবাদীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ রয়েছে। তারাই সেটলারদেরকে ইন্ধন দিচ্ছে ও জমি বেদখলের সময় সরাসরি উপস্থিত থেকে লাঠিয়ালের ভূমিকা পালন করছে। হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম কর্তৃক সংগৃহীত দিঘীনালার বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক ভূমি বেদখলের তথ্যগুলো এই বুলেটিনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রথম কিস্তি ছাপা হয় গত ৭তম সংখ্যায় ও দ্বিতীয় কিস্তি ৯ম সংখ্যায়। চলমান সংখ্যায় তৃতীয় বা শেষ কিস্তি ছাপানো হলো।

১২। "হিয়ত কলেয়্য গালত পরে, ন-হাত কলেয়্য গালত পরে"

বড় মেরুং-এর ঘুলাছড়ি গ্রামের জগদীশ চাকমা (৩৮) পীং মৃত শান্তি কুমার চাকমা বলেন, রসিক নাগর আদামে (যা বর্তমানে সেটলারদের বেদখলে) তার ১ একর ৬০ ডেসিমেল প্রথম শ্রেণীর ধান্য জমি রয়েছে। জমির হোল্ডিং নং ৪১৬। ১৯৯৭ সালে ভারতের শরণার্থী জীবন শেষে ফিরে এসে দেখতে পান তার ঐ জমি সেটলাররা বেদখল করে ফেলেছে। দিঘীনালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর মামলা করা হয়। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। চাষ করতে গেলে নানাভাবে হয়রানি করা হয়। তাই বাধ্য হয়ে মানেক মিস্ত্রি নামে জনৈক সেটলারের কাছে নামমাত্র বর্গা দিতে হয়েছে। বর্গা দিয়ে বছরে এ জমি থেকে পান মাত্র ১,২০০ টাকা।

বর্গা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: "হিয়ত কলেয়্য গালত পরে, ন-হাত কলেয়্য গালত পরে"। অর্থাৎ বর্গা পাওনা এত সামান্য যে তা এলাকায় প্রচলিত হার অনুযায়ী যতটুকু পাওয়ার কথা তার তুলনায় খুবই সামান্য। জানা গেছে রেট অনুযায়ী এক ফসলী প্রতি কানি জমি বর্গা দিলে পাওয়ার কথা ১,০০০ টাকা।

তিনি আরো বলেন, এভাবে বহু একর জায়গা সেটলাররা জোরপূর্বক তাদের দখলে রেখেছে। জমির মালিক চাষাবাদ করতে গেলে তারা গরু ছাগল চরিয়ে জমির ধান নষ্ট করে দেয় ও নানাভাবে হয়রানি করে। ফলে চাষ করলেও ফসল পাওয়া যায় না। ফলে বাধ্য হয়ে জমির মালিকরা বহিরাগতদের কাছে তাদের জমি বর্গা বা বন্ধক দিতে বাধ্য হয়। অনেকে হয়রানি সহ্য করতে না পারায় পুরো জমি সেটলারদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে।

১৩। ঘুলাছড়ি গ্রামের ৪ ব্যক্তির জমি বেদখলের চেষ্টা

রসিক নাগর আদামের সেটলার আতিয়ার (৫০) ও দাউদ (৩৩) ঘুলাছড়ি গ্রামের ৪ ব্যক্তির ১১ একর জমি বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে। যে সব পাহাড়ির জমি বেদখলের চেষ্টা করা হচ্ছে তারা হলেন পুন্য মোহন চাকমা (৬২) পীং মৃত গুলোকানা চাকমা (২ একর), মনোরঞ্জন চাকমা (৩৫) পীং মৃত অশ্বিনী কুমার চাকমা (৩ একর), রমণী কুমার চাকমা (৭০) পীং মৃত বলরাম চাকমা (৪ একর) ও কৃষ্ণ রঞ্জন চাকমা (৩৭) পীং চিত্র কুমার চাকমা (২ একর)। জমিগুলো সব তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত।

পুন্য মোহন চাকমার জমির বন্দোবস্তী করা আছে। তিনি দাখিলা প্রদান করেন। সেখানে তার বসতভিটাও রয়েছে। আতিয়ার ও দাউদ জানুয়ারীর শেষ দিকে তার জমিতে প্রবেশ করে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করেছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারিও এসে গাছ কেটে নিয়ে গেছে। জমিতে মালিকের সেগুন, কড়ই, কাঁঠাল, আম, পেয়ারা ও কলাগাছ রয়েছে। বাধা দেয়া হলে সেটলাররা বলে ঐ জমি নাকি সরকার তাদেরকে দিয়েছে।

মনোরঞ্জন চাকমার ৩ একর জমিতেও বিভিন্ন বনজ গাছ রয়েছে। তিনি উক্ত জায়গায় জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য গেলে সেটলাররা বাধা দেয়। এ ঘটনা ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ - ১১ তারিখের দিকে ঘটে।

রমণী মোহন চাকমার ছেলে হেন্তত্যা (২৭) তাদের লাগানো আনারস বাগান পরিষ্কার করতে গেলে সেটলার আতিয়ার বাধা দেয় এবং বলে যে ঐ জায়গা নাকি তার নামে বন্দোবস্তী করা আছে। জানুয়ারী (২০০৮) মাসের শেষ সপ্তাহে এ ঘটনা ঘটে। বর্তমানে আতিয়ার উক্ত জায়গা বেদখলের জন্য ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছে।

কৃষ্ণ রঞ্জন চাকমাও তার ২ একর পরিমাণ জমিতে সেগুন, কলা, আনারস, আম ও কাঁঠাল গাছ লাগান। তার ঐ জমিও আতিয়ার দাবি করছে এবং বাগানে কাজ করতে গেলে কৃষ্ণ রঞ্জন চাকমা ও তার পরিবারের সদস্যদের বাধা দিচ্ছে। ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আতিয়ার ঐ জমিতে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছে।

বড় মেরুং মৌজায় জরুরী অবস্থার পূর্বে বেদখল

১। ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীর ১ম শ্রেণীর ধান্য জমি বেদখল

হেমন্ত বিকাশ চাকমা (৪৫) পীং মৃত বড়পেদা চাকমা ওরফে হেন্তত্যা, গ্রাম ভৈরবা (নুয়োপড়া), ৩০ নং বড় মেরুং মৌজা, মেরুং ইউনিয়ন, থানা দীঘিনালা।

হেমন্ত চাকমা উত্তরাধিকার সূত্রে ১ম শ্রেণীর ৪০ শতক জমির মালিক হন। ঐ জমি তার পিতা বড়পেদা চাকমা ৬০ - ৬১ সালে চাষাবাদযোগ্য করে তোলেন। ১৯৮৬ সালে আর্মি ও সেটলার হামলার ভয়ে অন্য অনেকের মতো তারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সেখানে তাকুমবাড়ি শরণার্থী শিবিরে বহু বছর মানবেতর জীবন কাটানোর পর ১ এপ্রিল ১৯৯৭ তবলছড়ি ট্রানজিট ক্যাম্প হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নিজ এলাকায় ফিরে দেখতে পান তার উক্ত জায়গা বেদখলে চলে গেছে। বর্তমানে ঐ জমিতে বেদখলকারী একটি পুকুর খনন করেছে।

হেমন্ত চাকমার কাছ থেকে প্রাপ্ত দলিলে দেখা যায়, ১৯৮৫ সালে তৎকালীন দীঘিনালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২৪ জুলাই ১৯৮৫ এক মামলার রায়ে লেখেন ('স্মারক নং ২৯৫/পুনর্বাসন):

"এতদ্বারা বাদী ও বিবাদীর অবগতি পালনের জন্য জানানো যাইতেছে যে, বাদীর বংশ পরম্পরায় ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ জমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল।'

"অতএব শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান ও বাদীর বংশ পরম্পরায় ভোগ দখল দাবিতে এই জমি তাহারই দখলে থাকিবে। বিবাদীকে ঐ জায়গায় প্রবেশ না করিতে নিষেধ করা গেল। আদেশ অমান্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হইবে।"

অর্থাৎ ১৯৮৫ সালে বিবাদী বা বর্তমান ভূমি বেদখলকারী জামতলীর কাউছার ভূঞা (৭৫) পীং মৃত হালিম ভূঞা উক্ত জায়গা প্রথম বেদখলের চেষ্টা চালান।

শরণার্থী থেকে ফিরে এসে হেমন্ত চাকমা ভূমির মালিকানা দাবি করে দীঘিনালা ভূমি অফিসে ফের মামলা দায়ের করেন। জানা যায় ১৯৯৯ সালে তার পক্ষে রায় প্রদান করা হয়। কিন্তু বেদখলকারী পুনর্বার জেলা সদরে মামলা সরিয়ে নিয়ে যান। ভূমি মালিক হেমন্ত চাকমা জানান, ঐ জমির মামলা চালানোর জন্য আজ পর্যন্ত তার এক লাখের বেশী টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু এখনো জমি ফিরে পাননি। বর্তমানে অর্থ খরচের সামর্থ্য না থাকায় তিনি তার উকিল জ্ঞান জ্যোতি চাকমার কাছে যেতে পারছেন না। অপরদিকে, দেখলকারী ঐ জমিতে বানানো পুকুরে মাছ চাষ করছেন এবং মাছ চাষ থেকে যা আয় হয় তার কিছু অংশ দিয়ে মামলার খরচ যোগান দিচ্ছেন।

৪র্থ পাতায় দেখুন

দিঘীনালায় ভূমি বেদখল অব্যাহত

৩য় পাতার পর

২। নীতি কুমার রোয়াজার জমিতে সেটলারদের গ্রাম ও মসজিদ নির্মাণ

তৈরকা (নুয়োপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা নীতি কুমার রোয়াজার ৫ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি সেটলাররা বেদখল করে সেখানে একটি গ্রাম ও মসজিদ নির্মাণ করেছে। জমির কবুলিয়ত ফরম নম্বর ১৬। বন্দোবস্তি মামলা নং ১৮/৭৫-৭৬। খতিয়ান / হোল্ডিং নম্বর ৩১। কবুলিয়ত ফরমে লেখা আছে: "এই কবুলিয়ত ইং ১২/০৭/৭৯ তারিখ হইতে আগামী জরিপ তারিখ পর্যন্ত বৎসরের জন্য বলবৎ থাকিবে।" উক্ত কবুলিয়ত রাঙ্গামাটি ডিসি অফিস থেকে দেয়া হয়েছে।

সেটলাররা ঐ জমি ১৯৮১ সালে জবরদখল করে। বর্তমানে উক্ত পাহাড়ি জমিতে বহিরাগত সেটলারদের ৫০/৫৫টি বসতবাড়ি রয়েছে। একটি মসজিদও নির্মাণ করা হয়েছে। বহিরাগত মুরুব্বীদের মধ্যে আছেন মুসলিম উদ্দীন (৫০), চেয়ারম্যান, মেরুং ইউপি, রফিকুল ইসলাম (৫০) ও মোবারক (৭০)।

ভূমি মালিক ১২ জুন ২০০৭ পর্যন্ত উক্ত জমির খাজনা প্রদান করেছেন। বর্তমানে নীতি কুমার রোয়াজা মৃত। তার ছেলে চুনিলাল রোয়াজা (৪০) উক্ত জমি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন। ভূমি মালিক ১৯৮৬ সালে ভারতে শরণার্থী হন এবং পরে চলে আসেন। জমি ফেরত পাওয়ার জন্য মামলা করা হয়েছে। সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে উক্ত জমি বহিরাগতদের দখলে নেয়ার চেষ্টা চালান। কিন্তু ভূমি মালিক চুনিলাল রোয়াজা কোন অর্থের বিনিময়ে উক্ত জমি বিক্রি করতে রাজী হননি।

৩। গ্রাম সমিতির নামে প্রত্যাগত শরণার্থীর ভূমি বেদখল

ভারতে শরণার্থী থাকাকালে তৈরকা (নুয়োপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণ রতন চাকমা (২৫) পীং ধুমা চাকমার ৮৬ ডেসিমেল প্রথম শ্রেণীর জমি ১৯৮৬ সালে সেটলার কর্তৃক বেদখল করা হয়। উক্ত জমি পূর্ণ রতন চাকমার দাদু রূপেশ চন্দ্র চাকমা ওরফে বুজ্যা ১৯৭০ সালের ৮ জুন মূল মালিক প্রহ্লাদ ত্রিপুরার কাছ থেকে ক্রয় করেন। জমির হোল্ডিং নং ২৮৪-এর ১৩৭, ১৩৮, ১৬৪ দাগ। তবে জমি এখনো মালিকের নামে রেকর্ড করা হয়নি। ক্রয় বিক্রয়ের দলিলপত্র রয়েছে। এখন নামজারী মামলা চলছে।

বর্তমানে জামতলী গ্রামের সেটলার ঘরোয়ার (৩০) পীং সিরাজউদ্দিন উক্ত জমির একাংশে (২০ ডেসিমেল) পুকুর খনন করে দখলে রেখেছে। বাকি অংশ অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে। মালিক চাষাবাদ করতে গেলে বাধা দেয়া হয়।

গ. ছোট মেরুং মৌজা (২৯ নং), মেরুং ইউপি, দীঘিনালা থানা

১। বাজে ছড়া এলাকায় ভূমি বেদখল

উক্ত মৌজার বাজে ছড়া এলাকায় পাহাড়ি জনগণের জমি জোরপূর্বক দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয় গত জানুয়ারি ২০০৮। মধ্যম বেতছড়ি এলাকার আবুল হোসেনের (৬০) নেতৃত্বে জমি বেদখল করা হচ্ছে। ২১ ফেব্রুয়ারী এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বেদখলের চেষ্টা অব্যাহত ছিল। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ উক্ত বেদখল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ২৯ নং ছোট মেরুং মৌজার জনগণের পক্ষে মৌজা প্রধান সুশীল জীবন চাকমা বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়-এর নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। তা সত্ত্বেও বেদখল প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। যাদের জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা চলছে তাদের পরিচিতি ও জমির বিবরণ নিম্নরূপ:

- ইন্দ্র কুমার চাকমা পীং মৃত পুলা চাকমা। হোল্ডিং নং আর ৩০/৪০। জমির পরিমাণ ৪ একর, তৃতীয় শ্রেণী। উক্ত জমিতে সেটলাররা ঘর তুলেছে।
- কিষ্ট নাথ চাকমা পীং মৃত জাবত্যা চাকমা। রেকর্ডীয়: আর / হোল্ডিং নং ৩৫/৭৯। জমির পরিমাণ ২ একর, তৃতীয় শ্রেণী।
- কমল ধন চাকমা পীং মৃত জাবত্যা চাকমা। রেকর্ডীয়: আর/হোল্ডিং নং ৫/৭২। জমির পরিমাণ ২ একর, তৃতীয় শ্রেণী।
- অরনন্দ চাকমা পীং মৃত কালামু-অ চাকমা। রেকর্ডীয়: আর/ হোল্ডিং নং: ১১৫/১৮৩। জমির পরিমাণ ৫ একর, তৃতীয় শ্রেণী।
- বিরাশ্যা চাকমা পীং মৃত হাজা বৈদ্য চাকমা। রেকর্ডীয়: আর/হোল্ডিং নং: ১৮/২৩। জমির পরিমাণ ২ একর, তৃতীয় শ্রেণী।

ঘ. রেঙকার্য্যা মৌজা (২৮ নং): হেডম্যান পূর্ণ কুমার চাকমা, ইউপি মেরুং, থানা দীঘিনালা

১। চঙরাছড়ির ৩টি গ্রামে জমি বেদখল

২০০৭ সালের জানুয়ারী থেকে অবৈধ সেটলাররা সেনাবাহিনীর সহায়তায় চঙরাছড়ি এলাকায় তিনটি গ্রামের পাহাড়িদের জমিজমা বেদখল শুরু করে। গ্রাম তিনটি হলো জয়ন্ত কুমার পাড়া, ইন্দ্র কুমার পাড়া ও কাঞ্চন বাঁশি পাড়া।

বেদখলের শিকার পাহাড়িরা জানান, উক্ত তিন গ্রামের পাহাড়ি জনগণের পাহাড়-ভূমি ও ধান্য জমিতে মোট ১৬টি সেটলার পরিবারকে বসিয়ে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আকবর আলী লিডার (৪৫) পীং জবেদ আলী নামে এক সেটলারের নেতৃত্বে বর্তমানে ঐ এলাকা বেদখলের চেষ্টা চলছে। গত বছরের জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে তার নেতৃত্বে ২০ - ৩০ জনের একদল সেটলার জোরপূর্বক উক্ত গ্রামগুলোতে প্রবেশ করে পাহাড়িদের জমির ঝোপঝাড় কাটতে থাকে এবং ঘরবাড়ি বানাতে শুরু করে। এ সময় তাদের সহায়তা করার জন্য চঙরাছড়ি ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য উপস্থিত ছিল। সেনাবাহিনীর সদস্যরা যতক্ষণ ছিলো বহিরাগতরা ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে কাজ করে। সেনা সদস্যরা চলে গেলে তারাও চলে যায়। এর মধ্যে তারা ৯টি ঘর নির্মাণ করে ফেলে।

সেনাসদস্যদের উপস্থিতির কারণে পাহাড়িরা ভয়ে জমি বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেনি। পরে সেনা সদস্য ও বহিরাগতরা চলে গেলে পাহাড়িরা ঐ সব ঘরবাড়ি ভেঙে দেয়। পরদিন বিষয়টি সম্পর্কে বহিরাগতরা অবগত হলে আকবর আলী লিডার বাদী হয়ে দীঘিনালা থানায় ৬ জনে নাম উল্লেখ করে অনির্দিষ্ট সংখ্যক পাহাড়ির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। উক্ত ছয় জনের নাম হলো পদ্মলোচন চাকমা (৪০) পীং জয়ন্ত কুমার চাকমা, জয়ন্ত চাকমা (১৫) পীং মৃত বিলাস চন্দ্র চাকমা, অনন্ত কুমার চাকমা (৫৫) পীং চুরান্যা, তালুকে চাকমা (৩০), ভরত কুমার চাকমা ও সুনীতি চাকমা।

ভূমি বেদখলের শিকার ব্যক্তিগণ:

- বৃদ্ধ ধীসা (৫৫) পীং ভারত চন্দ্র ধীসা। তার জমির খতিয়ান নং আর-১৪০। জমির পরিমাণ ৩ একর, তৃতীয় শ্রেণী। উক্ত জমিতে সেটলাররা বর্তমানে ঘর তুলেছে। মূল ভূমি মালিকের লাগানো সেগুন, গামারী, জাম গাছের চারা বহিরাগতরা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে।
- মুরতি চাকমা (৩০) পীং মৃত নরম্যা চাকমা। নরম্যা চাকমার নামীয় ৩ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি বহিরাগতরা বেদখল করেছে। তারা সেখানে ঘরবাড়ি তুলেছে। জমির খতিয়ান নং আর-১৩০। ভূমি মালিক জমিতে লিচু চারা লাগান। কিন্তু সেটলাররা সেগুলো সব কেটে দেয়।
- দুই ভাই জয়ন্ত চাকমা (৪৫) ও মধু চাকমা (৩৮) পিতার মৃত্যুর পর ৬ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি লাভ করেন। তাদের পিতা চন্দ্র সেন চাকমার নামে উক্ত জমি রেকর্ডকৃত, যার খতিয়ান নং আর-৪৩। বর্তমানে বহিরাগতরা উক্ত জায়গায় ঘর তুলে অবস্থান করছে। ভূমি মালিক উক্ত জায়গায় লিচু সহ বিভিন্ন ফলের চারা রোপন করেছিলেন। বর্তমানে সেটলাররা সেগুলো সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে।
- মনসু চাকমা (৩৮) পীং মৃত পিরিতি চাকমার জমির পরিমাণ ৫ একর, তৃতীয় শ্রেণীর। খতিয়ান নং আর-১৩৬। জমি তার পিতা পিরিতি চাকমার নামে রেকর্ডভুক্ত। সেটলাররা বর্তমানে তার জমির ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছে ও ঘর তুলছে।
- জয়ন্ত কুমার চাকমা (৭২) পীং মৃত ভারত চন্দ্র চাকমা। তার রেকর্ডীয় জমির পরিমাণ ৫ একর, তৃতীয় শ্রেণীর। খতিয়ান নং আর-১৩৫। সেটলাররা উক্ত জমি বেদখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।
- দুই ভাই বনবিহারী চাকমা (৪০) ও জয়ন্ত চাকমার (৩৫) পিতা মৃত বিনাষ চন্দ্র চাকমার নামে হলে ৫ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি রেকর্ডভুক্ত রয়েছে। জমির খতিয়ান নং আর-১৩৮। সেটলাররা ঐ জমি বেদখল করার পর ৫টি বাড়ি নির্মাণ

৫ম পাতায় দেখুন

দিঘীনালায় ভূমি বেদখল অব্যাহত

৪র্থ পাতার পর

করেছে। বেদখলকারী সেটলাররা হলো বেলায়েত (৪০) ও নাসির (৩০)। রাতে সেটলারদের পাহারা দেয়ার জন্য উক্ত জায়গায় একটি তিডিপি এবং একটি সেনা পোষ্ট বসানো হয়েছে।

- পাথরমুনি চাকমা (৪০) পীং মৃত পুলিন্যা চাকমা। রেকর্ডীয় জমির পরিমাণ ৩ একর, খতিয়ান নং আর-২১৩। পুলিন্যা চাকমার নামে রেকর্ডভূক্ত। সেটলাররা উক্ত জমি বেদখলের জন্য ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছে।

- অনন্ত কুমার চাকমা (৫৫) পীং চুরান্যা চাকমা। জমির পরিমাণ ৩ একর, তৃতীয় শ্রেণী। খতিয়ান নং আর-১৩৭। উক্ত জায়গায় মূল মালিক এক হাজারের মতো সেগুন চারা রোপন করেন। বহিরাগতরা সেগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। যে কোন সময় বেদখল হয়ে যেতে পারে।

২। রত্নমনি চাকমার ২ একর প্রথম শ্রেণীর জমি বেদখল

সেটলাররা গত জানুয়ারি মাসে (২০০৮ সাল) রত্নমনি চাকমার ২ একর প্রথম শ্রেণীর ধান্য জমি জোরপূর্বক দখল করে। তার পিতা দ্বিতীয় রঞ্জন চাকমা পাকিস্তান আমল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঐ জমি চাষ করেন। এর পর তিনি বেদখলের আগ পর্যন্ত চাষ করেন। গত জানুয়ারি মাসে তিনি ধানের বীজ রোপনের জন্য গেলে কিছু সংখ্যক সেটলার তাকে বাধা দেয় এবং জোরপূর্বক উক্ত জমি দখল করে নেয়। এরপর সেটলাররা নিজেরা ঐ জমিতে ধানের চারা রোপন করে। রত্নমনি চাকমা উক্ত জমি নিজের পুনর্দখলে নেয়ার চেষ্টা করলে সেটলাররা সেনাবাহিনীর সহায়তা নেয় এবং মামলা ও জেল জুলুমের ভয় দেখায়।

রত্নমনি চাকমা একজন আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু। সেনা ও সেটলার হামলার ভয়ে তার পরিবার ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু জীবন যাপন করতে বাধ্য হন।

৩। শান্তি কুমার চাকমার ১ একর প্রথম শ্রেণীর জমি বেদখল

গত জানুয়ারি মাসে (২০০৮) সেটলাররা শান্তি কুমার চাকমা (৫০) পীং চুরন্যা চাকমার ১ একর প্রথম শ্রেণীর জমি বেদখল করে নেয়। সেটলাররা জমিতে ধান রোপন করেছে। ঐ জমি শান্তি কুমার চাকমারা গত ৫০ বছর ধরে ভোগ দখল করে আসছিলেন।

সেনা ও সেটলার হামলার ভয়ে তার পরিবার ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

৪। ভরত চাকমার ৫ একর প্রথম শ্রেণীর জমি বেদখল

সেটলাররা গত জানুয়ারি মাসে (২০০৮) ভরত চাকমা (৫৫) পীং ইন্দ্রময় কার্বারীর ৫ একর প্রথম শ্রেণীর জমি বেদখল করেছে। ঐ জমি তারা গত ৫০ বছর ধরে ভোগ দখল করে আসছিলেন। সেটলাররা উক্ত জমি বলপূর্বক দখল করার পর ধান রোপন করেছে।

তিনি ও তার পরিবার সেনা ও সেটলার হামলার ভয়ে ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়।

রিপোর্ট: হিল ওয়াচ হিউম্যান রাইটস ফোরাম। প্রস্তুত কাল: ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮।

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ও তিনটিলা মৌজায় ভূমি বেদখল সংক্রান্ত তথ্য

ক. গঙ্গারাম, সাজেক ইউপি, বাঘাইছড়ি

[২০ এপ্রিল সাজেক সেটলার হামলার আগ পর্যন্ত চিত্র]

১। নিহার চাকমার ভিটা বেদখল

গত ফেব্রুয়ারী ২০০৮ বাঘাইহাট গুচ্ছগ্রামের সেটলার মোঃ আলম বাঘাইহাট জোন কমান্ডার লেঃ কর্ণেল মহিনুর ইমতিয়াজ আহমদের সহায়তায় বাইবাছড়া গ্রামের নিহার চাকমার ভিটায় ঘর নির্মাণ করে। নিহার চাকমা বহু বছর ধরে উক্ত জমিতে বসবাস করে আসছেন। সেখানে তার লাগানো আম, কাঁঠালসহ বিভিন্ন গাছ রয়েছে। তার সেই বাড়ি এবং বাগানের পাশে সেটলার আলম বাড়ি নির্মাণ করেছে। বাধা দিলেও কোন কাজ হচ্ছে না। বরং জোন কমান্ডার তাকে "বেশী বাড়াবাড়ি" করলে হাতে পায়ে ধরিয়ে দিয়ে আটক করার হুমকি দেন।

২। লক্ষী কুমার চাকমার ভিটা বেদখল

গত ফেব্রুয়ারী ২০০৮ সালে বাঘাইহাট জোন কমান্ডারের নির্দেশে বাঘাইহাট গুচ্ছগ্রাম হতে তিন পরিবার সেটলার বাইবাছড়া পাড়ার লক্ষী কুমার চাকমার বসতভিটায় অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করেছে। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে ঐ জায়গায় বাগান বাগিচাসহ বসবাস করে আসছেন।

৩। লক্ষীন্দ্র চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম হতে সেটলার মোঃ হাসেমসহ মোট ৬ পরিবার সেটলার ডানে বাইবাছড়ার লক্ষীন্দ্র চাকমার বসতভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণ করেছে। লক্ষীন্দ্র চাকমা দীর্ঘদিন ধরে উক্ত ভিটায় বসতবাড়িসহ বাগান বাগিচা করে আসছেন।

৪। মণ্যা চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম থেকে ৪ পরিবার সেটলার বাঙ্গালি মণ্যা চাকমার গ্রাম ডানে বাইবাছড়ার বসতভিটায় বাড়ি নির্মাণ করেছে। জোন কমান্ডারের নির্দেশে সেটলাররা উক্ত বাড়ি নির্মাণ করেছে বলে সে জানিয়েছে। সে আরো জানায়, পাহাড়িদের ভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণ না করলে আর্মিরা সেটলারদের রেশন কার্ড বাতিলের হুমকি দেয়।

৫। সীমানা ছড়া, রেতকাবাড় শ্মশান বেদখল

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী - মার্চ বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম হতে দুই সেটলার পরিবার সীমানা ছড়া রেতকাবা শ্মশানটি বেদখল করে বাড়ি নির্মাণ করেছে। সেটলারদের নাম জানা যায়নি।

৬। ধর্ম চাকমার ভিটা-বাগান বেদখল

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম হতে তিন পরিবার অনুপ্রবেশকারী রেতকাবা পাড়ার ধর্ম চাকমার বসতভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণ করেছে। ধর্ম চাকমা দীর্ঘদিন ধরে ঐ ভিটায় বাগান বাগিচাসহ বসবাস করে আসছেন।

৭। লাদুংসে চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম হতে মোঃ নূর আলম নামে এক সেটলার পরিবার রেতকাবা পাড়ার লাদুংসে চাকমার বসতভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণ করেছে। বাধা দেয়া হলে উক্ত সেটলারটি তাকে দা দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।

৮। ইন্দ্র চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম হতে মোঃ আলী রেতকাবা পাড়ার ইন্দ্র চাকমার ভিটায় অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করেছে।

৯। জয়মঙ্গল চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম হতে ৪ পরিবার সেটলার রেতকাবা পাড়ার জয়মঙ্গল চাকমার বসতভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণ করেছে।

১০। অজিত চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাটি হতে মোঃ জহির ড্রাইভার জোরপূর্বক গঙ্গারাম এলাকার অজিত চাকমার বসতভিটায় বাড়ি নির্মাণ করেছে। অজিত চাকমা ঐ ভিটায় বহু বছর ধরে বাগান বাগিচাসহ বসবাস করে আসছেন।

১১। নীলাময় চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম হতে মোঃ কয়েজসহ তিন পরিবার সেটলার গঙ্গারাম এলাকায় নীলাময় চাকমার বসতভিটার পাশে অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করেছে।

১২। চিরঞ্জন চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম হতে এক পরিবার সেটলার গঙ্গারাম এলাকায় চিরঞ্জন চাকমার বসতভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণ করেছে।

১৩। লখাচান চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাটি গুচ্ছগ্রাম হতে মোঃ বক্কর মিঞা নামে এক সেটলার পরিবার গঙ্গারাম এলাকায় লখাচান চাকমার ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার গঙ্গারাম

৫মে পতার পর

ভিটায় অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করেছে।

১৪। লক্ষীচান চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাট গুচ্ছগ্রাম হতে মোঃ বাবুল মিঞা নামে এক পরিবার সেটলার গঙ্গারাম এলাকায় লক্ষীচান চাকমার বসতভিটা ও বাগানের পাশে অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করেছে।

১৫। জিতান চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাট গুচ্ছগ্রাম হতে তিন পরিবার সেটলার গঙ্গারাম এলাকায় জিতান চাকমার বসতভিটায় অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করেছে।

১৬। স্মৃতি চাকমার ভিটা বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাট গুচ্ছগ্রাম হতে দুই পরিবার সেটলার গঙ্গারাম এলাকায় স্মৃতিময় চাকমার ভিটায় জোরপূর্বক বাড়ি নির্মাণ করেছে।

১৭। গঙ্গারাম বনবিহারের কুটির বেদখল

২০০৮ সালের মার্চ মাসে বাঘাইহাট হতে মোঃ জয়নাল, মোঃ সাইদিয়া নামে দুই পরিবার সেটলার গঙ্গারাম বনবিহারের কুটির এলাকায় অবৈধভাবে বাড়ি নির্মাণ করেছে।

খ. তিন টিলা মৌজা, বঙ্গলতলি, বাঘাইছড়ি

১। দিঘীনালা-মারিশ্যা সড়কে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করে সেটলার পুনর্বাসন, প্রতিবাদ করলে সেনা নির্যাতন

জোরপূর্বক পাহাড়িদের মালিকানাধীন জমি দখল করে সেখানে সেটলার বসিয়ে দেয়ার চক্রান্তের সাথে বাঘাইহাট জোনের অধীন তিটিলা আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ মালেক সরাসরি জড়িত। এজন্য পাহাড়িদের ভয় ভীতি প্রদর্শন, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এখন দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

সে পাহাড়িদেরকে নিজেদের বসতভিটা ও বাগান-বাগিচা ছেড়ে দিঘীনালা-মারিশ্যা সড়ক থেকে ৩০০ গজ দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। অপর দিকে, একই রাস্তার ২০/২৫ গজের মধ্যে সে সেটলারদেরকে বাড়ি করে বসিয়ে দিচ্ছে।

পাহাড়িরা তার নির্দেশ মোতাবেক সরে না গেলে মারধর করা হয়। গত ২৪ জানুয়ারী ২০০৮, মালেক ও তার সৈন্যরা তিটিলায় ৭ ব্যক্তির ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায় ও তাদেরকে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। শারীরিক নির্যাতনের শিকার পাহাড়িরা হলেন ১. গোবন চন্দ্র চাকমা (৪৫) পীং রেবতী কান্ত চাকমা, ২. সাধন চাকমা (৩৭) পীং গুণধর চাকমা, ৩. নাটিম কার্বারী (২৫) পীং বন্ধু লাল চাকমা, ৪. গোপাল চন্দ্র চাকমা (৪৫), ৫. নতুন প্রিয় চাকমা (৩৫) পীং শোভা রঞ্জন চাকমা, ৬. পূর্ণ দর্শী চাকমা (৪৬) পীং রাম লাল চাকমা ও ৭. শিশির কুমার চাকমা (৩২)।

এরপর ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৮, মালেক আরো ২১ জনের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায় ও তাদেরকে জোর করে নিজ ঘরবাড়ি থেকে উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়।

এদিন যারা মারধরের শিকার হন তারা হলেন: চিকন ধন চাকমা (২৯) পীং কোকিলা মোহন চাকমা, বাঁশি চাকমা (৩৫) পীং পুতু চাকমা, শান্তি মুনি চাকমা (৩৫) পীং কোকিলা চাকমা, শান্তি রন চাকমা (৩১) পীং কোকিলা মোহন চাকমা, রূপম চাকমা (২৫) পীং কোকিলা মোহন চাকমা, অনিল চাকমা (২৬) পীং লক্ষী কুমার চাকমা, কান্দারা চাকমা (২৮) পীং লক্ষী কুমার চাকমা, রিপন জ্যোতি চাকমা (২৪) পীং কালা চান চাকমা, চিত্ত রঞ্জন চাকমা (৪০) পীং কালা চান চাকমা, অংও বান চাকমা (৪৮) পীং ইন্দ্র চাকমা, শিঙ্গু চাকমা (৩৮) পীং বন চাকমা, জগদীশ চাকমা (৩২) পীং জিয়ত ধর চাকমা, সুবল চাকমা (৪০) পীং রেবতী রঞ্জন চাকমা, জাগুন্যা চাকমা (৪৫) পীং অজীরাজ চাকমা, বিমল চাকমা (৪৬) পীং জিয়ত ধর চাকমা, কিশোর চাকমা, চান্দু লাল চাকমা (৫০) রাজমনি চাকমা, বিজয় চাকমা (৫৫) কুক্যা চাকমা, কীর্তি জয় চাকমা (৪৫) পীং লক্ষী কুমার চাকমা, কান্তি চাকমা (৩৫) পীং চন্দ্র মোহন চাকমা ও প্রিয় চাকমা (২৭) পীং বিজয় চাকমা।

মালেকের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বাঘাইছড়ির মুসলিম ব্লক-এর তথাকথিত সম অধিকার আন্দোলনের নেতা সেলিম বাহারী ও সারোয়ারের নেতৃত্বে ১৩ পরিবার সেটলার বাঙালি তিটিলায় পাহাড়িদের জমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসতিস্থাপন করেছে। সেটলারদের পরিচয় পাওয়া গেছে: হাসেম (৩০) পীং সালাউদ্দীন, সুলতান (৩৫) পীং কালা চান মোল্লা, শামসু (৩০) পীং সলতু মিঞা, হাশেম (৪০) পীং হাছেন, মুহম্মদ (৩২) পীং সালাউদ্দীন, রশিদ (৩৫) পীং মোহাম্মদ আলী, মোর্শা (৪০) পীং রশিদ, নানু মিঞা (৩২) পীং রশিদ, শাহ আলম (৩৭) পীং আক্তার উদ্দীন, নুরু (৩৭) পীং কালা চান মোল্লা, রহম আলী (৩৫) পীং আবুল খায়ের, আবুল কালাম (১৮) পীং আলাউদ্দীন, নানু মিঞা পীং জহির উদ্দীন।

গত বছরও তিটিলা এলাকায় অনেকে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মালেকের হাতে নির্যাতনের শিকার হন। যেমন গত ২৭ জুন ২০০৭, মালেকের নেতৃত্বে একটি সেনা দল কানুনী রঞ্জন চাকমা (৩০) পীং চোখ কালা চাকমাকে তার নিজ বাড়িতে মারধর করে।

অপর এক ঘটনায় গত ৮ অক্টোবর ২০০৭, শানিমর চাকমা (৪৫) পীং রাজেন্দ্র চাকমাকে তার দোকান থেকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয়।

গ. বৌদ্ধ বিহারের জমি বেদখল

গত ২০০৫ সালে বিডিআর-এর মারিশ্যা জোন কমান্ডার লে: কর্ণেল জি এম আজিজুর রহমান এর নেতৃত্বে বিডিআর-এর সদস্যরা নির্মাণরত অবস্থায় বাগানবাড়ি বৌদ্ধ বিহারটি ভেঙে দেয়। এছাড়া সৈন্যরা বিহারের অনেক জিনিসপত্র দখল করে দেয়। বর্তমানে বিহারের জায়গায় একটি বিডিআর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

২০০৭ সালে বাঘাইহাট জোন কমান্ডার লে: কর্ণেল মহিবুর ইমতিয়াজ আহমেদ পাহাড়ি গ্রামবাসীদেরকে হাজাছড়া বৌদ্ধ বিহারটি সরিয়ে নিতে বাধ্য করে।

খুনের ঘটনায় পুরুষশূন্য রাঙাঝিরি

শেষ পাতার পর

চাকমা (২৭), বড় বোন কাজলী চাকমা, নবচন্দ্রের স্ত্রী বাঁধিমিনি চাকমা অভিযোগ করেন বাড়িঘর উচ্ছেদ করার জন্য একটি কুচক্রী মহল তাদের ষড়যন্ত্র করে এ মামলায় জড়িয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, পিএইচপি রাবারবাগানের কিছু কর্মচারী এ কাজ করছে।

জানা যায়, গত ১৮-২০ বছর ধরে ২০-২৫টি চাকমা পরিবার রাঙাঝিরিপাড়ায় বসবাস করে আসছে। তাঁদের আয়ের একমাত্র উৎস পাহাড়ে জুমচাষ। কিন্তু দুবছর আগে জুমচাষের পাহাড়গুলোতে রাবারবাগান করছে পিএইচপি গ্রুপ। এখানকার সব পাহাড় সরকারের কাছ থেকে পিএইচপি লিজ নিয়েছে বলে রাবারবাগানের লোকজন জানান।

বাঁধিমিনি চাকমা ও শান্তিবালা চাকমা বলেন, 'এ পাড়া থেকে চাকমাদের উচ্ছেদ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে লোকজনকে মামলায় জড়ানো হয়েছে।' তারা বলেন, 'প্রথমে আসামী করা হয় চারজনকে পরে পাড়ার সব পুরুষকে মামলায় জড়ানো হয়।'

নিহত সোনামিয়ার বাবা অছিউর রহমান (৮০) ও মা গুলবাহার বেগম (৫৫) জানান, ওই দিন (৩১ ডিসেম্বর) উপরের পাড়ায় ডাকাত এসেছে বলে নবচন্দ্র ও মাস্টার অমর সোনা মিয়াকে ডেকে নিয়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শোনা যায়। নিহত সোনা মিয়ার বড় ভাই মামলার বাদী সৈয়দ করিম বলেন, 'নবচন্দ্রের ছেলে বিমলের কাছে অস্ত্র ছিল, এগুলো সোনা মিয়া দেখে ফেলে। সেজন্য তারা সোনা মিয়াকে খুন করে।' তিনি আরও বলেন, 'আমি নিশ্চিত চাকমারা আমার ভাইকে খুন করেছে, তবে আমি জেনেছি চাকমাদের সাথে পাশের এলাকার এক বাঙালি ও রাবারবাগানের কর্মচারীরাও জড়িত আছে।'

বাইশারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ফারুক আহাম্মদ বলেন, 'খুনের ঘটনার কোন সাক্ষী, প্রমাণ নেই, সবই শোনা কথা। জায়গাটি এতই দুর্গম সেখানে চাইলে যে কেউ খুন করতে পারে, তবে আমার জানা মতে বাগানের কর্মচারীদের সঙ্গে চাকমাদের বিরোধ নেই।'

পিএইচপি রাবার বাগানের ব্যবস্থাপক আকুল হোসেন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আমরা চাইছি চাকমারা এখানে (পাহাড়ে) থাকুক, কারণ লোকালয় না থাকলে আমরা টিকতে পারব না।' খুনের ঘটনায় বাগানের লোকজনের জড়িত থাকার অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'চাকমারা আমার কিছু কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়ে গেছে এরা সবাই পাশের ঈদগড়ের লোক।'

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বপন কুমার নাথ বলেন, 'সোনা মিয়ার সাথে নবচন্দ্রের জায়গা জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। এর জের ধরে সোনা মিয়াকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সোনা মিয়ার শরীরে ছয়টি গুলির ছিদ্র দেখা গেছে। আর তার লাশ যেখানে পড়েছিল তার পাশেই কিছু চাকমা আগুন পোহাচ্ছিল। আমার ধারণা চাকমারা ভয়ে ঘরবাড়ি ফেলে চলে গেছে।

প্রথম আলো, রোববার ১ জুন ২০০৮

বিলাইছড়িতে সেনা নির্যাতনে অতিষ্ঠ

শেষ পাতার পর

শান্তি মুনি চাকমা (১৮) পীং জনক ধন চাকমা নামে অপর এক পাহাড়ি যুবককে মারধর করা হয়। তিনি বাক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ বোবা। তিনি শাল বাগান থেকে দাউন পাড়ায় যাচ্ছিলেন।

৪ আগষ্ট ক্যাপ্টেন তানভীরের নেতৃত্বে ৩০-৪০ জনের একটি সেনাদল সকাল ৮টার দিকে দাউন পাড়ায় তন্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা (৪০) পীং কাংচন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার (মাতার নাম ফুলমতি তঞ্চঙ্গ্যা) বাড়িতে হানা দেয়। সেনারা তার কাছ থেকে মুরগী দাবি করলে তিনি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপর সেনারা তাকে দাউনপাড়া সরকারী প্রাথমকি বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে চোখ বেঁধে দিয়ে মারধর করে। এতে তার ডান পা ভেঙে যায়। এরপর তানভীর গ্রামের কার্বারী অনিল চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা ও ডাক্তার প্রিয়দর্শীর কাছ থেকে জোরপূর্বক এই মর্মে বিবৃতি লিখে নেয় যে, তন্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা পালিয়ে যাওয়ার সময় তার পা ভেঙে ফেলেছে।

দাউন পাড়ায় ঘর তল্লাশী ও মারধর

১২ জুন সকাল ১১টার দিকে তানভীরের নেতৃত্বে একদল সেনা দাউন পাড়ায় হানা দিয়ে ৭টি বাড়িতে তল্লাশী চালায়। সেনারা রমা কান্ত হেডম্যানের দুই ছেলে বিশ্ব সাগর তঞ্চঙ্গ্যা (৩৬) ও প্রীতিময় তঞ্চঙ্গ্যার (৩০) বাড়ির দরজা ভেঙে প্রবেশ করে তল্লাশী চালায়। এ সময় বাড়ির সকল সদস্য জুম ক্ষেতে কাজ করছিলেন।

সেনারা গ্রামের নন্দ ময় তঞ্চঙ্গ্যা (৪৫) পীং বুদ্ধ চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যাকে মারধর করে ও তার বাড়িতে তল্লাশী চালায়। এরপর সেনারা তাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি পালিয়ে যান।

এছাড়া যাদের বাড়িঘরে তল্লাশী চালানো হয় তারা হলেন দুজুরীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইন্দজিৎ চাকমা (৪৫), তার ভাই রূপায়ন চাকমা (২৫) পীং জীবন ময় চাকমা, যতনপু তঞ্চঙ্গ্যা (৩৫) পীং রায় চরণ তঞ্চঙ্গ্যা ও আল্যাবো তঞ্চঙ্গ্যা (৫০) পীং রতিরা তঞ্চঙ্গ্যা।

তানভীর সচরাচর ক্যাম্পের নিয়ম ভেঙে লুংগি পরে ক্যাম্পের বাইরে ঘোরাফিরা করে থাকে এবং লোকজনকে হয়রানি করে।

বাঙ্গালকাবায় ঘেরাও ও তিন ব্যক্তিকে মারধর

২৪ জুন মেরাছেড়া ক্যাম্পের অধিনায়ক (পূর্বে ধুপছড়ি ক্যাম্পের কমান্ডার) ক্যাপ্টেন তানভীরের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য বাঙ্গালকাবা গ্রামে হানা দেয়। তাদের সাথে মুখোশ পরা অবস্থায় দুই জন জেএসএস সদস্য ছিল এবং লোকজন তাদের চিনে ফেলে। এ সময় আনন্দ তালুকদার (২০) পীং ধীরেন্দ্র তালুকদার, তরই চাকমা (২৬) পীং বিজয় কান্ত চাকমা ও দীপক চাকমা (২০) পীং অজ্ঞাত বিলাইছড়ি বাজারে যাচ্ছিলেন। সেনারা তাদেরকে ইউপিডিএফ-এর স্থানীয় নেতাকর্মিরা কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করলে তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না বলে উত্তর দেয়। এতে সেনারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের ওপর নির্যাতন চালায়।

সেনারা এরপর সোনারাম তঞ্চঙ্গ্যা (২৫) পীং সজিত তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ির দরজা ভেঙে প্রবেশ করে ও তল্লাশী চালায়। এ সময় বাড়িতে কেউ ছিল না, সবাই জুম ক্ষেতে কাজে ব্যস্ত ছিল।

সেনারা কালামন চাকমাকে (৪৫) খোঁজ করে। তাকে বাড়িতে না পেয়ে সেনারা তার স্ত্রী কালাপুদি চাকমাকে (৪০) ধরে নিয়ে যায়। তবে তাকে বিলাইছড়ি বাজারের কাছাকাছি এলাকা থেকে ছেড়ে দেয়।

সেনা সদস্যরা দুলাল তঞ্চঙ্গ্যা (২৮) পীং কালেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যার চায়ের দোকানেও হানা দিয়ে মাস্তানের মতো চা বিস্কুট খেয়ে দাম না দিয়ে চলে যায়। সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত সেনারা তাদের তথাকথিত অপারেশন চালায়।

গ্রামবাসীরা জানান আর্মিদের সাথে অর্ধ মুখোশ পরা অবস্থায় দুই জন জেএসএস সদস্য (সন্তু গ্রুপ) ছিল। জেএসএস সদস্যরা গর্ব করে গ্রামবাসীদের বলে যে আর্মিদের সাথে তাদের আঁতাত হয়েছে; এবার ইউপিডিএফ-কে শেষ করে দেবে।

কেরস্তছড়িতে এক ব্যক্তি প্রহৃত

২২ জুন দুপুর বারটায় লেঃ তানভীরের নেতৃত্বে মেরাস্তছড়া ক্যাম্পের এক দল সেনা কেরস্তছড়িতে হানা দিয়ে বাড়ি থেকে পলাশ দেওয়ান (৩০) পীং চন্দ্র লাল দেওয়ানকে ধরে নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে অযৌক্তিক অভিযোগ তিনি ইউপিডিএফ সদস্যদেরকে সহযোগিতা করে থাকেন। সেনারা তাকে ক্যাম্পে নিয়ে ব্যাপক মারধর করে। পরে গ্রামের মুরুব্বীরা ক্যাম্পে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন।

সেনা নির্যাতনে মৃত্যু

৭ জুলাই সেনা নির্যাতনে দীঘলছড়ি জোনে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। তার নাম নিরঞ্জন চাকমা (৪০) পীং ললিত কুমার চাকমা। তিনি কাপ্তারাছড়ি ইউনিয়নের অধীন নারেছড়ি গ্রামের বাসিন্দা। জানা যায়, ঐদিন সকাল ৬টায় একজন লেফটেন্যান্ট ও একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের নেতৃত্বে কাপ্তারাছড়ি ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য নিরঞ্জন চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে। অফিসারদের নাম জানা যায়নি। তবে দীঘলছড়ি জোনের দায়িত্বে রয়েছেন লেঃ কর্ণেল সায়িদ মোঃ আসাদুজ্জামান ও তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ফকরুদ্দীন।

সেনারা তার বাড়িতে তল্লাশী চালায় এবং ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র যুব কমিটির মুখপত্র পিতৃভূমি বুলেটিন পায়। এরপর সেনারা তাকে জোনে নিয়ে গিয়ে সাংঘাতিকভাবে মারধর করলে তিনি সেখানে মারা যান। ৯ জুলাই তার লাশ পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। পরদিন লাশ দাহ করা হয়। ঘটনা সম্পর্কে কাউকে না বলার জন্য সেনারা তার পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপ দেয়। ফলে তারা বর্তমানে আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছেন।

এরপর ৯ জুলাই অন্য এক গ্রামবাসী সেনা নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেন। তার নাম জানা যায়নি। জানা যায় গত ৮ জুলাই বিলাইছড়ি সদরস্থ দীঘলছড়ি জোনের সেনারা ঘোষকাবাছড়া গ্রামে হানা দেয়। গ্রামটি জোন থেকে আনুমানিক তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সেনারা ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার আগে তিন গ্রামবাসীকে সাংঘাতিকভাবে মারধর করে। সেনারা ফিরে যাওয়ার পর গ্রামবাসীরা আহত অবস্থায় তাদেরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে তাদেরকে ভর্তি করা না হলে চন্দ্রঘোনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিন জনের মধ্যে একজন মারা যায়।

দাউন নুয়ো পাড়ায় ধর্ষণ

৪ আগষ্ট সেনারা দাউন নুয়ো পাড়ার কাছে শান্তি দেবী চাকমা (৪০) স্বামী লক্ষী চাকমা নামে এক পাহাড়ি নারীকে ধর্ষণ করে। জানা যায় ঐদিন বিকেল ২টার দিকে মেরাস্তছড়া ক্যাম্পের অধিনায়ক লেঃ তানভীরের নেতৃত্বে এক দল সেনা দাউন নুয়ো পাড়ায় হানা দেয়। সেনারা গ্রামের পাশে পেয়ে তাকে ধর্ষণ করে। আর্মিরা তার দুই ছেলে রঞ্জন চাকমা (২০) ও রুবেল চাকমাকেও (১১) মারধর করে এবং বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে হাড়ি পাতিল ভেঙে দেয় ও মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়।

দুই ইউপিডিএফ সদস্য ও ১ গ্রামবাসী আটক

গত ১১ আগষ্ট বিকেল ৪টায় মেজর ফকরুদ্দীনের নেতৃত্বে দীঘলছড়ি জোনের সেনারা দুই ইউপিডিএফ সদস্য ও এক নিরীহ গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করে। ইউপিডিএফ সদস্যরা হলেন রাঙামাটির জুরাছড়ি উপজেলার ময়দং ইউনিয়নের অধীন মধ্যছড়ি মোনপাড়ার তরুণ কুমার তঞ্চঙ্গ্যা (২৮) পীং ফুলেশ্বর তঞ্চঙ্গ্যা ও নান্যাচরের সাবেক্ষ্যং ইউনিয়নের পশ্চিম দেয়ান পাড়ার বাসিন্দা সাগর চাকমা ওরফে কান্দুয়া (২২) পীং অজিত কুমার চাকমা। তারা গত ৪ আগষ্ট সেনা সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের শিকার শান্তি দেবী চাকমার সাক্ষাতকার নেয়ার জন্য দাউন নুয়োপাড়া যাচ্ছিলেন। তাদেরকে বিলাইছড়ি সদরের আমতলীর একটি চা দোকান থেকে গ্রেফতার করা হয়। সেনারা সেখান থেকে রাজধন ছড়া গ্রামের সুখ মনি চাকমা (১৯) পীং তরণী চাকমাকেও আটক করে। তাদেরকে রাত ৯টায় বিলাইছড়ি থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং অস্ত্র আইনের ১৯ক ধারায় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়। (মামলা নং ১, ১১ আগষ্ট ২০০৮)।

বিলাইছড়িতে সেনা নির্যাতনে অতিষ্ঠ নিরীহ গ্রামবাসী

খুন, অত্যাচার, ধর্ষণ, ঘেরাও অব্যাহত

রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়িতে কতিপয় সেনা কমান্ডারের অত্যাচারে সাধারণ জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। মেরাংছেড়া ক্যাম্পের অধিনায়ক লেঃ তানভীর এজন্য ইতিমধ্যে কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। সেনা হেফাজতে শারীরিক নির্যাতনে মৃত্যু, ধর্ষণ, গণহারে মারধর, গ্রেফতার, কারণে-অকারণে গ্রাম ঘেরাও ইত্যাদি ঘটনা অহরহ ঘটে চলেছে। প্রতিবাদ করার সেখানে কেউ নেই। ভয়ে কেউ মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না।

শারীরিক নির্যাতন:

গত জুন মাস থেকে আজ পর্যন্ত কতজন সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তার সঠিক হিসাব নেই। কেবল মাত্র ৩ থেকে ৬ জুন নয় জন গ্রামবাসী ধুপছড়ি ক্যাম্পের তৎকালীন কমান্ডার (বর্তমানে মেরাংছেড়া ক্যাম্প অধিনায়ক) লেঃ তানভীর (৮ম বেঙ্গল) কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। এমনকি বাক-প্রতিবন্ধীরাও বাদ যাননি।

সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার দাউন পাড়ার তন্যাপু তঞ্চঙ্গ্যা

গত ৩ জুন ২০০৮, তানভীরের নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনা দল দাউন পাড়ায় হামলা চালায় ও ইউপিডিএফ সমর্থক বিমল কান্তি চাকমার বাসা তল্লাশী করে। সেনারা কান্দারা চাকমার ছেলে রিটন চাকমাকে (২৬) উলঙ্গ করে মারধর করে। তিনি কাইন্দায় দুদ্যুরিপাড়ার বাসিন্দা।

এরপর সেনারা রমা কান্তি হেডম্যানের ছেলে বিশ্ব সাগর তঞ্চঙ্গ্যাকে (৩৫) তার লাইসেন্স করা বন্দুকসহ ক্যাম্পে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে উলঙ্গ করে শারীরিক নির্যাতন চালায়। পরদিন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

৪ জুন, তানভীর ও তার সৈন্যরা ইউপিডিএফ-কে সহযোগিতা করার অযৌক্তিক অভিযোগ এনে দাউন পাড়ার ৪ ব্যক্তিকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করে। ঘটনায় শিকার গ্রামবাসীরা হলেন অনিল কার্বারী (৫২) পীং ধুলন চন্দ্র চাকমা, তার ভাই রঞ্জন চাকমা (৫২), কাঞ্চন তঞ্চঙ্গ্যা ও শান্তি কুমার চাকমা (৬০)। শারীরিক নির্যাতনের পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

৬ জুন তানভীর আরো ৩ ব্যক্তির ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। সে তাদেরকে ক্যাম্প গেট থেকে ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে উলঙ্গ করে মারধর করে। এরা হলেন চন্দ্র চাকমা (৪৫), জীবন চাকমা (২৫) ও সুভাষ চাকমা (৩০)। তারা টিএনও ও ইউপি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ইঁদুর বন্যার ত্রাণ সাহায্যের জন্য বগাখালি থেকে বিলাইছড়ি বাজারে যাচ্ছিলেন। মারধরের পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

একইদিন দুপুর ১২টায় ৭ম পাতায় দেখুন

খুনের ঘটনায় পুরুষশূন্য রাঙাঝিরি চাকমা পাড়া

সুনীল বড়ুয়া, নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে ফিরে

একটি খুনের ঘটনায় নাইক্ষ্যংছড়ির বাইশারী ইউনিয়নের রাঙাঝিরি চাকমাপাড়া পুরুষশূন্য হয়ে গেছে। পুলিশের ভয় ও নিরাপত্তাহীনতায় পাড়ায় সব পুরুষ পালিয়ে গেছে। নারীরাও আছেন আতঙ্কে।

চাকমা পরিবারের নারীদের অভিযোগ, পিএইচপি রাবার বাগানের কিছু কর্মচারী চাকমাদের ওই পাড়া থেকে তাড়িয়ে বাড়িঘর দখল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে খুনের মামলায় জড়িয়েছে। ঘটনার পর থেকে বাগানের কর্মচারীরা রাতে পুলিশের বেশ ধরে চাকমাদের বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। তবে পুলিশ ও নিহত আবুশামা প্রকাশ সোনা মিয়ার পরিবারের দাবি চাকমরাই পরিকল্পিতভাবে সোনা মিয়াকে খুন করেছে, গ্রেফতার এড়াতে তারা ঘর-বাড়ি ফেলে চলে গেছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর রাঙাঝিরি খালের ধারে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান স্থানীয় অধিউর রহমানের (৮০) ছেলে আবুশামা প্রকাশ সোনা মিয়া (২২)। ঘটনার পরদিন ১ জানুয়ারি সোনা মিয়ার বড় ভাই সৈয়দ করিম (২৫) বাদী হয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় মামলা করেন। মামলায় চাকমা পাড়ার লবচন্দ্র চাকমা (৫০), মাস্টার অমর চাকমা (৪০), প্রীতিময় চাকমা, বাঁধিমিলি চাকমা (৩৫) ও বালোনা চাকমাসহ (২৭) অজ্ঞাত আট/দশ জনকে আসামী করা হয়। পুলিশ লবচন্দ্র, মাস্টার অমর ও প্রীতিময়কে গ্রেফতার করেছে। পরে ওই মামলায় চাকমা পাড়ার আরও ১১ জনকে আসামী করা হয়েছে।

সম্প্রতি রাঙাঝিরিতে গিয়ে চাকমা পাড়ায় একজন পুরুষকেও পাওয়া যায়নি। পুলিশের ভয় ও নিরাপত্তাহীনতায় মাস্টার অমর ও লবচন্দ্রের দু'টি পরিবার ঘর-বাড়ি, গরুছাগল, ক্ষেতখামার ফেলে অন্যত্র চলে গেছে।

মাস্টার অমর ও লবচন্দ্রের বাড়ি পাশাপাশি। অমর মাস্টারের মা চিকনমিলি চাকমাসহ (৮০) পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। অমর মাস্টারের স্ত্রী কালোনা ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

বরকলে ইউপি মেম্বার গ্রেফতার

বিডিআর সদস্যরা গত ৯ আগষ্ট দুপুর দুইটায় বরকল বাজার থেকে আইমাছড়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান মেম্বার লাল্টু লাল চাকমা (৪৫) পীং মৃত সুরেশ মনি চাকমাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের কারণ জানা যায়নি। তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে একটি পুরোনো মামলায় জড়ানো হয়েছে বলে জানা গেছে। এরপর তাকে রাঙ্গামাটি জেলে পাঠানো হয়েছে।

ধুধুকছড়ায় দুই যুবক গ্রেফতার

গত ৫ আগষ্ট বেলা ১টায় সুবেদার মোঃ আজ্জাদের নেতৃত্বে ধুধুকছড়া বিডিআর ক্যাম্পের সদস্যরা (৩৮ রাইফেল ব্যাটালিয়ন) গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের একটি মিটিং থেকে উক্ত সংগঠনের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন ব্রজ মোহন পাড়ার তেপান্তর চাকমা (২৩) ও শান্তি রঞ্জন পাড়ার নিকোলাস চাকমা (২০) পীং বেরসিং চাকমা। নিকোলাস চাকমা গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম শান্তি রঞ্জন পাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক। অন্যদিকে তেপান্তর চাকমা হলেন একজন ছাত্র ও যুব ফোরামের সদস্য।

বিডিআর সদস্যরা তাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে যায় ও পরদিন পানছড়ি থানায় হস্তান্তর করে।

নান্যাচরে দুই ইউপি মেম্বারসহ বিভিন্ন স্থানে গ্রেফতার ৬

সেনা সদস্যরা নান্যাচরে দুই নির্বাচিত ইউপি সদস্য সেন্ট্রু চাকমা (৩৫) ও মিসেস নির্মলা দেওয়ান ওরফে নিরুকে গত ২৭ আগষ্ট দুপুর ১টায় নান্যাচার বাজার থেকে গ্রেফতার করে। তারা টিএনও অফিসে আইন শৃঙ্খলা মিটিং থেকে ফিরছিলেন। তাদের কারোর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে মামলা কিংবা গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল না। উভয়েই নান্যাচর ইউপির বর্তমান সদস্য ও ইউপিডিএফ-এর একনিষ্ঠ সমর্থক।

মানিকছড়িতে বাটনাতলী ক্যাম্পের সেনারা ৯ সেপ্টেম্বর রাতে বাটনাতলী গ্রামে পিসিপি মানিকছড়ি শাখার প্রাক্তন সভাপতি আপ্রু মারমাকে (২৬) বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। একই সময়ে সেনারা তবলা পাড়া থেকে জয় সিং মারমা (২৪) নামে এক নিরীহ গ্রামবাসীকেও গ্রেফতার করে। এছাড়া সেনারা মেমং মারমাকে খোঁজ করে। তাকে না পেয়ে তার স্ত্রী আরেমা মারমার (৩০) শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালায়। ক্যাম্পে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর পর পরদিন ছেড়ে দেয়া হয়।

রামগড়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর ক্রিঅং মারমা (৪৫) ও পাজেই মারমা (৪৫) নামে দুই কার্বারীকে বাটনাতলী ক্যাম্পের সেনারা আটক করে। প্রথম জন কালাপানি ও দ্বিতীয় জন তবলা পাড়ার কার্বারী। বাটনাতলীতে মংক্যা মারমার দোকান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। বিস্তারিত জানা যায়নি।